তারিখ : 19 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

দৈনিক ইত্তেফাক

শিবগঞ্জে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে চর লাইব্রেরি

■ শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা

শিবগঞ্জ উপজেলার পদ্মার ভাঙন কবলিত এলাকার পাকা ইউনিয়নের একটি মাত্র পাঠাগারের মাধ্যমে জ্ঞানের আলো অর্জন করছে সব শ্রেণির মানুষ। কয়েকটি গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীও আসছে এ লাইব্রেরীতে বিনা খরচায় বই পড়তে।

শিবগঞ্জ উপজেলায় পদ্মার ভাঙন কবলিত ৩টি ইউনিয়ন রয়েছে। এসব ইউনিয়নের চরাঞ্চলগুলো থেকে উপজেলা সদরে কোনো সেবা নিয়ে বা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে সারাদিন চলে যায়। তবে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নটি হচ্ছে পাকা ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের প্রায় ৭০ ভাগই নদী ভাঙনের কারণে অধিকাংশ স্থাপনাই পদ্মার পেটে। ভাঙনের পর পদ্মার পেট থেকে জেগে ওঠা চরে আবারো ঠাঁই হয়েছে সর্বস্ব হারানো পরিবারগুলোর।

যেখানে দিনে সূর্যের আলোয় এবং রাতে সোলার প্যানেলের আলোতে চরবাসী শিক্ষার আলো পাচ্ছে

এমন কি ইউনিয়ন পরিষদ ভাঙনের কবলে পড়ায় বর্তমানে শিবগঞ্জ পৌর এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করায় এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে চরবাসী। তবে আশার কথা হলো বেসরকারি উদ্যোগে চরে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে সম্প্রতি। পশু পালন, স্বল্প সুদে ঋণ, স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা, সোলার প্যানেল বিতরণ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে একটি মোবাইল ফোন কোম্পানি এখানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপন করায় এলাকাবাসী সীমিত আকারে হলেও এর সুফল পাচ্ছে। আর সম্প্রতি পাকার ১০ রশিয়া গ্রামে গড়ে উঠেছে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জ্ঞান অর্জনের জন্য বেসরকারি সংস্থা জিবাস নদী ও জীবনের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে একটি চর লাইব্রেরী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর ফান্ডের আর্থিক সহায়তা ও বেসরকারি সংস্থা জিবাস নদী ও জীবনের প্রচেষ্টায় এ এলাকায় একমাত্র একটি চর পাঠাগার ১০ কাঠা জমির উপর চালু করা হয়েছে। যেখানে দিনে সূর্যের আলোয় এবং রাতে সোলার প্যানেলের আলোতে চরবাসী শিক্ষার আলো পাচ্ছে।